بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মক্কা বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান এবং খাদ্য সামগ্রী মজুদ রাখার আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১১ জুলাই, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় যেমনটি বর্ণিত হয়েছিল, কা'বাঘরের চাবি উসমান বিন তালহার কাছে ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা.) পানি পান কারনোর সৌভাগ্য অর্জনের পাশাপাশি কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণের সৌভাগ্য পাওয়ার জন্য আবেদেন করেন যে, চাবি যেন তাকে দেওয়া হয়। কিন্তু, মহানবী (সা.) কা'বাঘর থেকে বের হওয়ার পর হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)-কে চাবি ফেরত দেন এবং বলেন, **'আল্ ইওমু ইওমুল বির্‌রি ওয়া ওফাই'**। অর্থাৎ আজ পুণ্যার্জন ও ক্ষমার দিন। ততক্ষণ উসমান বিন তালহার ইসলাম গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) কেন এ কথা বলেছিলেন- এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হল, হিজরতের পূর্বে মহানবী (সা.) একবার উসমান বিন তালহার কাছে (তখন সে মুশরিক ছিল) কাবাঘরের চাবি চেয়েছিলেন, কিন্তু উসমান চাবি না দিয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেছিল। তখন তিনি (সা.) অনেক কষ্ট পেয়েও ধৈর্য ধারণ করেন এবং নম্রস্বরে বলেন, স্মরণ রেখো! একদিন আমার হাতে এই চাবি আসবে আর আমি তখন যাকে চাইব তা প্রদান করব। উসমান এর প্রত্যুত্তরে বলেছিল, যদি এমন সময় আগত হয়, তাহলে সেটা হবে কুরাইশদের ধ্বংস ও লাঞ্ছনার সময়। তখন মহানবী (সা) বলেছিলেন, কখনোই নয়, বরং সেই সময় হবে কুরাইশদের সমৃদ্ধি, সম্মান ও খ্যাতি অর্জনের দিন। অজ্ঞতার যুগের এসব বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই তাঁর স্মরণে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাদের প্রতি দয়া ও কৃপার আচরণ করেন। তিনি (সা.) উসমানকে বলেন, তুমি এ চাবি চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করো; তোমার কাছ থেকে কেবল যালেমই তা ছিনিয়ে নেবে। এখন থেকে তোমার বংশধরের কাছেই এই চাবি গচ্ছিত থাকবে। সতরাং, চাবি সংরক্ষণের এ গুরুদায়িত্ব আজ পর্যন্ত উসমান বিন তালহার বংশধররাই পালন করে আসছেন।

বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন বনু খুযাআ গোত্র বনু বুদায়েলের এক মুশরিককে হত্যা করেছিল। মহানবী (সা.) বাদ যোহর খুতবা প্রদান করেন। তিনি খোদতা'লার মহিমা ও গুণকীর্তন করেন

এবং বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্‌তা'লা আকাশ-পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য এবং সাফা-মারওয়া পাহাড় সৃষ্টির সময় থেকেই মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। একে লোকেরা সম্মানিত করেনি, বরং আল্লাহ্‌তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত একে সম্মানিত করেছেন। অতএব, যে আল্লাহ্‌ ও পরকালে ঈমান রাখে তার জন্য এতে রক্তপাত করা এবং এর বৃক্ষনিধন বৈধ নয়। আমার পূর্বেও কারও জন্য এটি বৈধ ছিল না আর আমার পরেও কারও জন্য এটি বৈধ হবে না; আমার বেলায় কেবল অল্প সময়ের জন্য এটি বৈধ করা হয়েছিল। পুনরায় সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছো, অনুপস্থিতদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে, যে তোমাদেরকে বলবে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এতে যুদ্ধ করেছিলেন, তাকে বলো যে, আল্লাহ্‌তা'লা এটাকে তাঁর রসূলের জন্য বৈধ করেছিলেন এবং তোমাদের জন্য বৈধ করেননি। হে লোক সকল! মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র উপর সবচেয়ে বেশি দুঃসাহসকারী সেই ব্যক্তি, যে পবিত্র স্থানে হত্যা করেছে অথবা তার হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করেছে অথবা অজ্ঞতার যুগের রক্তের বদলা হিসেবে হত্যা করেছে। হে বনু খুজাআ! রক্তারক্তি হতে বিরত হও, তোমরা একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। আমি এর রক্তপণ আদায় করব। যে আমার জামিনের পর কাউকে হত্যা করবে, তার পরিবারকে দুটি বিকল্প দেওয়া হবে: যদি তারা চায়, রক্তপণ নিতে পারে এবং যদি চায়, তাকে হত্যা করতে পারে। অতঃপর মহানবী (সা.) বনু খুযাআ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের রক্তপণ আদায় করেন।

এ সময় ফুযালা বিন উমায়ের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) যখন কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন আমি চুপিসারে লোকদের সাথে যোগ দেই যাতে সুযোগ বুঝে খঞ্জর দিয়ে তাঁকে (সা.) হত্যা করতে পারি। যখনই আমি তাঁর নিকটাবর্তী হই, সে সময় মহানবী (সা.) আমাকে দেখেই বলেন, তুমি কী ফুযালা? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি মনে মনে কী চিন্তা করছ? আমি বলি, আমি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করছি। তখন তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলেন, এস্তেগফার পড়ো -তুমি এ কাজ করছ না। এরপর তিনি (সা.) আমার নিকটে এসে আমার বক্ষে হাত বোলান। ফুযালা (রা.) বর্ণনা করেন, খোদার কসম! আমার বক্ষ থেকে তাঁর হাত সরানোর পূর্বেই আমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন মুহাম্মদ (সা.)। অতঃপর তিনি (রা.) পরিবারের কাছে ফিরে যান এবং তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

এই সময়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বৃদ্ধ পিতার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়।

হযরত উম্মে হানীর গৃহে মহানবী (সা.)-এর আহার করার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিনে উম্মে হানী (রা.)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের খাওয়ার মতো তোমার কাছে কী কিছু খাবারের কিছু আছে ? তিনি (রা.) বলেন, আমার কাছে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি লজ্জিত যে, কীভাবে তা আমি আপনার সমীপে উপস্থাপন করব? তিনি (সা.) বলেন, নিয়ে এসো। মহানবী (সা.) তা-ই পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নেন। উম্মে হানী (রা.) সঙ্গে লবন নিয়ে আসেন। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোনো তরকারীর ঝোল আছে কী? উম্মে হানী (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে সিরকা ব্যতীত আর কিছু নেই। তিনি (সা.) বলেন, সিরকা নিয়ে এসা। মহানবী (সা.) তা দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খেয়েই আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং উম্মে হানীকে বলেন, সিরকা কতই না উত্তম খাবার আর যার ঘরে সিরকা থাকে সে দরিদ্র হতে পারে না। হুযুর (আই.) বলেন, এটি ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরম মার্গ! মক্কা বিজয়ের পর তিনি (সা.) যা চাইতেন তাই পেতে পারতেন, কিন্তু শুধুমাত্র সিরকা দিয়ে শুকনো রুটি খেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং

উম্মে হানীরও মনস্তুষ্টি করেন।

মহানবী (সা.) মক্কা পৌঁছান এবং সেখানকার সকল বস্তু বিশেষতঃ কা'বাগৃহের প্রতি গভীর ভালোবাসা দেখে আনসার সাহাবীরা ভাবতে থাকেন, তিনি (সা.) হয়ত মক্কায় থেকে যাবেন। হযরত আবু হুরাইয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আনসারদের যখন এই অবস্থা, তখন মহানবী (সা.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী মারফত বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তিনি (সা.) আনসারকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী এ চিন্তা করছ যে, আমার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম প্রাধান্য লাভ করেছে তাই আমি আর মদীনায় ফেরত যাব না? তারা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি (সা.) বলেন, এমনটা হলে আমার নাম কী হবে? আমার নাম মুহাম্মদ, যে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহ্‌র জন্য তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। এখন আমার জীবন-মরণ সব তোমাদের সাথেই হবে। তখন আনসাররা তাঁর ক্রন্দনরত অবস্থায় ছুটে আসেন এবং বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি পরম ভালোবাসা এবং তাঁর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আমরা এমনটি বলেছি। মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের এ কথার সত্যায়ন করছেন এবং তোমাদের বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। যোহরের নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.) কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত বেলাল (রা.) কা'বাগৃহের ছাদ থেকে যোহরের আযান দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি (সা.) সেদিন একবারের ওযূতেই সব বেলার নামায আদায় করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আজ আপনি তাই করেছেন যা সাধারণত আপনি করেন না। মহানবী (সা.) বলেন, উমর, আমি জেনে বুঝেই এমনটি করেছি। আলেমগণ এ হতে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, মূলত তিনি (সা.) উম্মতের লোকেরা যেন জরুরী অবস্থায় এমনটি করতে পারে সে কথা মাথায় রেখেই উক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

সেদিন মহানবী (সা.) লোকদের সর্বজনীন বয়আত নিয়েছিলেন। তিনি (সা.) এই শর্তে তাদের বয়আত গ্রহণ করছিলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। পুরুষরা বয়আত গ্রহণের পর নারীরাও বয়আত গ্রহণ করেন। তাদের মাঝে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যে সকল অপরাধীদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

এ বিষয়ে মানুষের কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে এবং ঘটনাগুলোও তাই বলে, কারণ যে কারণে হত্যার নির্দেশের কথা বলা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে মহানবী (সা.)-এর কর্ম ও প্রকৃতির পরিপন্থী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ বিষয়ে তাঁর যে অভিমত লিখেছেন, তা হলো, ১১জন পুরুষ এবং ৪জন নারী এমন ছিল যাদের বিরুদ্ধে নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধ প্রমাণিত ছিল। পক্ষান্তরে তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল এবং তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, তাদের হত্যা করা হোক, কারণ তারা কেবল কুফরি ও বিবাদজনিত কারণে অপরাধী ছিল না, বরং যুদ্ধাপরাধী ছিল। অধিকন্তু তাদের মাঝে অধিকাংশকে মুসলমানদের সুপারিশ এবং ক্ষমা প্রার্থনার ফলে মহানবী (সা.) ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও খণ্ডন উপস্থাপনের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরাইশদের কিছু সর্দার, যারা ইসলামের বিরোধীদের অগ্রদূত ছিল, মহানবী (সা.)-এর আগমনের খবর শুনে মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটি কেবল ইবনে ইসহাকের ধারণা যে, তারা এই কারণে পালিয়ে গিয়েছিল যে, তাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মোটকথা মক্কা বিজয়ের সময় শুধুমাত্র

কয়েকজন ব্যক্তির হত্যার সিদ্ধান্ত হয়েছিল আর তারা ছিল সেই সব ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কেবলমাত্র সেই কয়েকজনকেই শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল যাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছিল। ঐসব চরম অভিশপ্তরা ব্যতিরেকে মহানবী (সা.) অন্য সকল শত্রুর পাপ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এটাই হল প্রকৃত সত্য। তাই একথা বলা যে, মহানবীর সম্মানহানীর কারণে বা রসূল অবমাননার কারণে এত লোককে হত্যা করা হয়েছে, এসব কথা ভিত্তিহীন। বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন; এ জন্য দোয়া করতে থাকুন। এ বিষয়ে আমি বারংবার বলে আসছি। আপদকালীন পরিস্থিতির জন্য কয়েক মাসের খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখা উচিত। যাদের সামর্থ আছে তারা রাখুন। এখন অনেক রাষ্ট্রও তাদের জনগণকে তিন মাসের খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখতে বলছে। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র পৃথিবীর প্রতি দয়া করুন এবং যুদ্ধের ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।

পরিশেষে হুযুর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। তারা হলেন যথাক্রমে রাজা আব্দুল মালেক সাহেবের স্ত্রী আমাতুন্ নাসীর নিগহাত সাহেবা যিনি মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেব (রা.)-এর পৌত্রী, নবাব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা (রা.)-এর দৌহিত্রী এবং কর্ণেল মির্যা দাউদ আহ্‌মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। আর দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, মুকাররম আলহাজ্জ ইয়াকূব আহ্‌মদ বিন আবু বকর সাহেব, যিনি ঘানার সিনিয়র স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলিগ ছিলেন। হুযুর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

11 July 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat